



10543 - তাবযি লটকানোর বধিবিধান, তাবযি কবিদনজর ও হৎসাকো প্রতরিতোথ করো?

প্রশ্ন

আমি জানতে চাচ্ছি, তাবযি লটকানো কী জায়গে? আমি বিলাল ফলিপিসরে ‘কতিবুত তাওহীদ’ ও অন্য কিছু বই পড়ছি। তবে, আমি মুয়াত্তাতে কিছু হাদিস পয়েছি; যে হাদিসগুলো কিছু তাবযিকে জায়গে করে। অনুরূপভাবে কতিবুত তাওহীদেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন সলফে সালহীন কিছু তাবযি ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। এ হাদিসগুলো মুয়াত্তার ৫০ তম খণ্ডে রয়েছে। হাদিস নম্বর হচ্ছে ৪, ১১ ও ১৪। আশা করি জবাব দিবেন। আমাকে এ হাদিসগুলোর সঠিকতার ব্যাপারে এবং এ বিষয়ে আরও বেশি তথ্য অবগত করবেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী ভাই যে হাদিসগুলোর সঠিকতার ব্যাপারে জানতে চয়েছেন আমরা সে হাদিসগুলো পাইনি। যহেতু আমরা হাদিসগুলো জানতে পারিনি। কারণ তিনি উল্লেখ করছেন যে, মুয়াত্তার ৫০ তম খণ্ডে! কিন্তু মুয়াত্তা এক খণ্ডের কতিব।

তবে আমরা এ বিষয়ে যে হাদিসগুলো রয়েছে সাধ্যানুযায়ী সে হাদিসগুলো উল্লেখ করব এবং এ হাদিসগুলোর উপর আলমেদরে আরোপকৃত হুকুম উল্লেখ করব। হতে পারে এগুলোর মধ্যে প্রশ্নকারী ভাইয়ের উদ্দৃষ্টি হাদিসগুলো থাকতে পারে।

১। আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি স্বভাবকে অপছন্দ করতেন; তবে হারাম হিসেবে নয়: খালুক (হলুদ রঙের বিশিষে সুগন্ধি), শূভ্র কশেরে পরবিরতন, লুঙগি ঝুলিয়ে পরা, স্বর্ণের আংটি পরা, পাশা খেলা, অনুপযুক্ত স্থানে সৌন্দর্য্যের প্রদর্শন, মুআওয়যিত (সূরা নাস, সূরা ফালাক...) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুক করা, তাবযি লটকানো, নরিদৃষ্টি স্থানরে পরবিরতনে অন্যত্র বীর্যপাত করা এবং বাচ্চা নষ্ট করা।” [সুনানে নাসাঈ (৫০৮৮০) ও সুনানে আবু দাউদ (৪২২২)]

“খালুক”: এক প্রকার হলুদ রঙের সুগন্ধি।

“নরিদৃষ্টি স্থানরে পরবিরতনে অন্যত্র বীর্যপাত করা”: অর্থাৎ বীর্য স্ত্রীর যৌনাঙ্গে না ফলে অন্যত্র ফলো।



“বাচ্চা নষ্ট করা”: অর্থাৎ দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। কারণ স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে গেলে তার দুধ থাকবে না। অর্থাৎ তিনি দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে অপছন্দ করছেন; হারাম করবেন।

শাইখ আলবানী ‘যায়ফুন নাসাঈ’ গ্রন্থে (৩০৭৫) হাদিসটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলছেন।

২। আব্দুল্লাহ বনি মাসউদে স্ত্রী যয়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: নশ্চয় ঝাড়ফুক, তাবযি ও কবচ শরিক। ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী বললেন: আপনি কনে এ কথা বলছেন? আল্লাহর শপথ! আমার চোখ থেকে কতের ও পানি বেরে হত। তখন আমি অমুক ইহুদীর কাছে যেতাম। সে আমাকে ঝাড়ফুক করলে আমার চোখ শান্ত হয়ে যেত। তখন ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন: সটো ছলি শয়তানের কাজ। শয়তান তার হাত দিয়ে চোখে খেঁচা দিত। যখন ঝাড়ফুক করা হত তখন শয়তান চোখ থেকে সরে যেত। বরং তোমার এইটুকু বলাই যথেষ্ট যত্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: **أَذْهَبَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ أَشْفَى النَّاسِ أَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا** (ওহে মানুষেরে প্রভু! আপনারি রোগ দূর করে দনি। আরোগ্য করুন। আপনিহি তো আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নহে। এমন আরোগ্য দনি যাত করে কোন রোগই না থাকে।)[সুনানে আবু দাউদ (৩৮৮৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৫৩০)] শাইখ আলবানী এ হাদিসটিকে ‘আস-সলিসলিতাস সহহি’ গ্রন্থে (৩৩১) ও (২৯৭২) সহহি বলছেন।

৩। উকবা বনি আমরে আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি: “যে ব্যক্তি কবচ ঝুলাবে আল্লাহ যেনে তার উদ্দেশ্য পূরণ না করেন এবং যে ব্যক্তি **ودعة** (পাথর) লটকাবে আল্লাহ যেনে তাকে স্বস্ততি না রাখেন।”[মুসনাদে আহমাদ (১৬৯৫১)] আলবানী ‘যয়ীফুল জামে’ গ্রন্থে (৫৭০৩) এ হাদিসটিকে দুর্বল।

৪। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, “একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদল লোক উপস্থিত হল। তিনি দিলটির নয়জনকে বাইআত করালেন। একজনকে বাইআত করাননি। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নয়জনকে বাইআত করিয়েছেন; একে করাননি কেন? তিনি বললেন: তার সাথে কবচ রয়েছে। তখন লোকটি হাত ঢুকিয়ে কবচটি ছিঁড়ে ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইআত করালেন। আর বললেন: যে ব্যক্তি কবচ লটকালো সে শরিক করল।”[মুসনাদে আহমাদ (১৬৯৬৯)] আলবানী ‘আস-সলিসলিতাস সাহহি’ গ্রন্থে (৪৯২) হাদিসটিকে সহহি বলছেন।

দুই:

আরবী **النمائم** শব্দটি **نَمِيمَةٌ** শব্দে বহুবচন। **نَمِيمَةٌ** (তাবযি-কবচ) হল: অনশ্চিৎ দূর করা (বশিষেতঃ বদনজর) কথিবা কল্যাণ আনয়ন করার উদ্দেশ্যে পুতি, হাড়ি ইত্যাদি যা কিছু বাচ্চাদের গলায় কথিবা বড় মানুষের গলায় ঝুলানো হয় কথিবা বাসার



উপরে বা গাড়ীতে রাখা হয়।

তাবযি-কবচরে প্রকারভেদে ও প্রত্যকে প্রকারের হুকুম সম্পর্কে আলমেদরে বক্তব্য নমিনরূপ এবং এর মধ্যে কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী ও কিছু পারিপার্শ্বিক তথ্যও রয়েছে:

১। শাইখ সুলাইমান বনি আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলছেন: জনে রাখুন, আলমে সাহাবীগণ, আলমে তাবয়ীগণ ও তাঁদের পরবর্তী আলমেগণ কুরআন, আল্লাহর নাম ও সফিতসমূহের তাবযি লটকানো জায়গে হওয়ার ব্যাপারে মতভেদে করছেন। একদল বলছেন: তা জায়গে। এটি আব্দুল্লাহ বনি আমর ইবনুল আস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীর অভিমত এবং আয়শো (রাঃ) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সটোর প্রত্যক্ষ ভাব। আবু জাফর আল-বাকরেও এ অভিমত ব্যক্ত করছেন এবং ইমাম আহমাদ থেকেও এ ধরণের একটি অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁরা সকলে উল্লেখিত হাদিসকে শরিকী তাবযি-কবচ অর্থে ব্যাখ্যা করছেন। আর যে সব তাবযি-কবচে কুরআন, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী রয়েছে সে সবের বখান এগুলো দিয়ে রুকিয়া করার মত। আমি বলব: এটি ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর মনোনীত অভিমতের প্রত্যক্ষ ভাব।

অপর একদল আলমে বলেন: তা জায়গে নয়। এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি এবং হুয়াইফা (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ) ও ইবনে আকমি (রাঃ) এর উক্তির প্রত্যক্ষ ভাব। একদল তাবয়ীও এ অভিমত ব্যক্ত করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ছাত্রগণ। এটি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত অন্য একটি অভিমত। ইমাম আহমাদের অনেকে ছাত্র এ অভিমতটি গ্রহণ করছেন এবং তার মাযহাবের উত্তরসূরী আলমেগণ এ অভিমতের পক্ষে দৃঢ়তা জ্ঞাপন করছেন। তাঁরা এ হাদিস দিয়ে এবং এ অর্থবোধক অন্যান্য হাদিস দিয়ে প্রমাণ পশে করছেন। কনেনা এ হাদিসের বাহ্যিক মরম সামগ্রিক; এতে কুরআন দিয়ে প্রদয়ে তাবযি-কবচ ও অন্য কিছু দিয়ে প্রদয়ে তাবযি-কবচের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি; ঝাড়ফুকরে ক্ষেত্রে যথোপযথো পার্থক্য করা হয়েছে। এ অভিমতের পক্ষে এভাবেও সমর্থন মিলে যে, যে সকল সাহাবায়েরোম হাদিসটি বর্ণনা করছেন তারা সকলে এ হাদিস থেকে সামগ্রিকতা বুঝছেন; যমেনটি ইতপূর্বে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর অভিমত আলোচিত হয়েছে।

আবু দাউদ (রহঃ) ঈসা বনি হামযা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একবার আমি আব্দুল্লাহ বনি আকমি (রাঃ) এর নিকট প্রবেশে করলাম। তখন তিনি হুমরা (রোগে) আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম: আপনি কি তাবযি লটকাবনে না? তিনি বললেন: আমি এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো তাকে সে জনিসিরে সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়ো হয়....”

এই হচ্ছে কুরআন ও আল্লাহর নাম-সফিত দিয়ে তাবযি লটকানোর ব্যাপারে আলমেদরে মতভেদে। সুতরাং তাঁদের পরবর্তীতে শয়তানদের নাম দিয়ে ঝাড়ফুক করা ও শয়তানের নামগুলো গলায় লটকানোর যে বদীত চালু হয়েছে; বরং শয়তানদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাদের জন্য জবাই করা এবং অনিষ্ট দূর করা ও কল্যাণ আনয়নের জন্য তাদের



কাছে প্রার্থনা করা ইত্যাদি যা কিছু নরিটে শরিক এবং আল্লাহ্ যাদরেকেরে রক্ষা করছেন তারা ছাড়া অসংখ্য মানুষের উপর এগুলোই প্রবল সবে সবারে ব্যাপারে আপনার কী ধারণা হতে পারে? সুতরাং আপনি একটু গভীর চিন্তাভাবনা করে দেখুন এ বিষয়ে ও এ কতিবরে অন্যান্য বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলছেন, সাহাবায়েরে কেরোম ও তাবয়ীগণ কসিরে উপরে ছিলেন, তাদরে পরবর্তীতে আলমেগণ কী বলছেন; এরপর আপনি পরবর্তী যামানার লোকেরো যা কিছু ঘটয়িছে সেগুলোর দকি একটু নজর দনি তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আনতি ধর্ম প্রতটি ক্বতেরে অনুসারীহীন। আল্লাহুল মুস্তাআন (আল্লাহ্ই সহায়)। [তাইসরিুল আযযিলি হামদি (১৩৬-১৩৮)]

২। শাইখ হাফযে হাকামী বলেন: “যদি এটি (তাবযি-কবচ) কুরআনেরে আয়াত দিয়ে হয়, অনুরূপভাবে সহহি সুননাহ দিয়ে হয় তাহলে এটি জায়যে হওয়ার ব্যাপারে পূর্বসুরি সাহাবায়েরে কেরোম, তাবয়ীন ও তাদরে পরবর্তী আলমেদেরে মধ্যে মতভদে রয়ছে। সালাফদেরে কটে কটে এটাকে জায়যে বলছেন। এ ধরণেরে অভিমিত আয়শো (রাঃ), আবু জাফর মুহাম্মদ বনি আলী ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণতি আছে। আর তাঁদেরে কটে কটে এগুলো থেকে নষিধে করছেন, অপছন্দ করছেন এবং এটাকে জায়যে মনে করনেনি। তাদরে মধ্যে রয়ছেন আব্দুল্লাহ্ বনি আকীম (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বনি আমর (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) এবং তাঁর ছাত্রবর্গ যমেন আসওয়াদ, আলকামা এবং তাদরে পরবর্তী ইব্রাহিমি নাখায়ী ও অন্যান্য আলমেগণ।

নঃসন্দহে তাবযি থেকে বারণ করা গ্রহতি আকদিার পথ রুদ্ধ করার ক্বতেরে অধিক উপযুক্ত; বশিষেতঃ আমাদরে এ যামানায়। কারণ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণ তাঁদেরে সবে পবতির যামানাতহে এটাকে অপছন্দ করছেন; অথচ তাদরে অন্তরে ঈমান ছিলি পাহাড়েরে মত মজবুত। সুতরাং আমাদরে এ ফতিনার যামানায় এটাকে অপছন্দ করা অধিক উপযুক্ত ও অধিক যুক্তযুক্ত। কতিববে নয়; এ যামানার লোকেরো এ রুখসতকে ব্যবহার করে নরিটে হারাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং ঐ হারামে পৌঁছার জন্য এটাকে তারা একটা মাধ্যমে হিসাবে গ্রহণ করছে! যমেন তারা তাবজিরে মধ্যে একটা আয়াত, একটা সূরা, বসিমল্লিলাহ্ বা এ জাতীয় কিছু একটা লখি এরপর এর নীচে শয়তানী নকশাগুলো আঁকে; যারা তাদরে বইগুলো পড়ছে তারা ছাড়া অন্যরো এসব বুঝতে পারে না। যমেন তারা এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষেরে অন্তরকে আল্লাহ্র উপরে নরিভরশীল হওয়ার পরবর্তিতে তারা যে তাবযি লখিছে এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকার দকি ধাবতি করে। বরং তাদরে অধিকাংশই মথিয়া কথা বলে তাদরেকেরে ভয় দেখায়; অথচ তাদরে কিছুই হয়নি। তারা যাকে ফাঁদে ফলে তার সম্পদ হস্তগত করতে চায় যখন বুঝতে পারে যে, সে তার দ্বারা প্রভাবতি তখন তার কাছে এসে বলে যে, তোমার পরবিারে বা তোমার সম্পদে বা তোমার নজিরে এমন এমন ঘটবে। কথিবা বলে যে, তোমার সাথে জ্বনি আছে কথিবা এ জাতীয় অন্য কিছু এবং এর সাথে শয়তানী ওয়াসওয়াসার প্রাথমিক কিছু আলামত ও কিছু বিষয় উল্লেখ করে। এমনভাবে বলে যনে সে তার ব্যাপারে সম্যক অবগত ও তার প্রতি খুবই সহমর্মী, তার কল্যাণ করতে আগ্রহী। যখন এই নরিবোধ ও মূর্খ লোকটির অন্তর সে যা উল্লেখ করছে তা শূনে ভীত হয়ে উঠে তখন সে তার প্রভু থেকে বমিখ হয়ে পুরোপুরিভাবে এই মথিয়ুকেরে দকি মনোনবিশে করে, তার কাছে আশ্রয় চায়,

আল্লাহর বদলে তার উপরে নরিভর করে এবং তাকে বলে: আপনি যি সমস্যার কথা উল্লেখ করলেন সেটো থেকে মুক্তরি উপায় কী? এটি প্রতিরোধ করার কৌশল কী? যনে এই ব্যক্তরি হাতই কল্যাণ ও অকল্যাণ। এ পর্যায়ে এসে এ ব্যক্তরি ব্যাপারে এই মথিয়ুকরে আশা পূর্ণ হয় এবং তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লভে আরও বড়ে যায়। তখন সে বলে: ‘তুমি যদি আমাকে এত এত অর্থ দাও তাহলে আমি তোমার জন্য একটি পর্দা লখি দবি। এই পর্দার দর্ঘ্য এত হবে, প্ৰস্থ এত হবে; এভাবে সে পর্দার বর্ণনা দিয়ে এবং রঙ রূপ দিয়ে সে তার কথা উপস্থাপন করে। এই পর্দাটি তুমি অমুক অমুক রোগ থেকে বাঁচার জন্য টানাবে।’ আপনি কি মনে করেন, এই বশ্বাসরে সাথে এই কর্মটি ছোট শরিক? না; কক্ষণে নয়। বরং এটি গাইরুল্লাহকে উপাস্য বানানো, গাইরুল্লাহর উপরে নরিভর করা, তার কাছে আশ্রয় চাওয়া, মাখলুকরে কর্মরে প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বচ্যুত করা। শয়তান কি এ কৌশলগুলো তার দোস্ত মানুষ শয়তানদের মাধ্যম ছাড়া করতে সক্ষম হত? আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘বলুন, রাত ও দিনে কে তোমাদেরকে রহমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে? কনিতু তারা নজিদে রেবরে উপদশে থেকে মুখ ফরিয়ে নিচ্ছে।’ [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৪২]

এসব ছাড়াও এই তাবযিরে নকশার সাথে কুরআনের কিছু অংশ লখো হয় এবং অপবতির অবস্থায়ও সেটো ব্যক্তরি সাথে লটকানো থাকে। চাই ব্যক্তি লঘু অপবতির হোক কথিবা গুরু অপবতির হোক; এটি সবসময় তার সাথে থাকে। কোন প্ৰকার অপবতিরতা থেকে সে এটাকে পবতির রাখতে না। আল্লাহর শপথ; ইসলামরে দাবীদার এই জনীদীকরা (ধর্মত্যাগীরা) আল্লাহর কতিবরে যভেবে অমর্যাদা করে আল্লাহর কতিবরে শত্রুরাও এইভাবে অমর্যাদা করে না। আল্লাহর শপথ; কুরআন নাযলি হয়েছে তলোওয়াত করা, এর উপর আমল করা, কুরআনের নরিদশেনাবলী পালন করা, নষিধোজ্ঞাসমূহ থেকে বরিত থাকা, এর সংবাদসমূহে বশ্বাস করা, এর সীমারখোগুলোতে থমে যাওয়া, এর উপমাসমূহ থেকে উপদশে গ্রহণ করা, এর ঘটনাসমূহ থেকে নসহিত গ্রহণ করা এবং এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিকৃত এ ঈমান আনার জন্য। অথচ এ লোকেরো এ সকল আমলকে বাদ দিয়েছে, তাদের পছিনে ছুড়ে মরেছে। কুরআনের লপি ছাড়া কুরআনের আর কিছু তারা সংরক্ষণ করেনি; যাতে এটা করে তারা ভুরভিজন ও উপার্জন করতে পারে; অন্য সব উপকরণরে মত। যার মাধ্যমে তারা হারাম উপার্জন প্ৰযন্ত পৌঁছতে পারে; হালাল উপার্জন নয়। যদি কোন বাদশাহ বা আমীর তার অধঃস্থন কারো কাছে এই মরমে পত্র পাঠাত য়ে, তুমি এটা এটা কর, এটা এটা বর্জন কর, তোমার অধীনে যারা আছে তাদেরকে এ এ নরিদশে দাও এবং এটা এটা থেকে বারণ কর ইত্যাদি; তারা যদি এ পত্রটিনা পড়ে, এর নরিদশে ও নষিধাবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে এবং যাদের কাছে এর পয়গাম পৌঁছানোর কথা ছিল তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে গলায় লটকায় কথিবা বাহুতে লটকায় এবং পত্ররে মধ্যযে যা লখো আছে সেটোর প্রতি ঝুরুক্ষেপে না করে তাহলে নশিচতি বাদশা তাদেরকে কঠনি শাস্তি দবি। সুতরাং আসমান ও জমনিরে পরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে নাযলিকৃত কতিবটির সাথে কী আচরণ হওয়া উচিত; আসমান ও জমনিরে পূর্ণ গুণ যার জন্য, আদি ও অন্তে প্ৰশংসা যার জন্য, সকল সদিধান্তরে মালিকি যনি! সুতরাং তাঁর ইবাদত করুন। তাঁর উপর নরিভর করুন। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। আমি তাঁর উপরই নরিভর করছি। তিনি মহান আরশরে প্ৰভু। আর যদি এ তাবযিগুলো কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলো শরিক। বরং ইসলাম পালনকারীদের বশিষ্টিয় থেকে দূরত্বরে বিবেচনায় এগুলো আযলাম (ভাগ্য নরিধারক বাটসিমূহ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি এ তাবযিগুলো কুরআন-



সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়; যমেন- ইহুদীদের, প্রতীকিত পূজারীদের, জ্যোতিষীদের, ফরেশেতাদের কথিবা জ্বনি বশকারীদের নকশা দিয়ে হয় কথিবা পুতি, তাগা বা লোহার খোলশরে হয় তাহলে এগুলো শরিক; অর্থাৎ এগুলো লটকানো নঃসন্দেহে শরিক। যহেতে এগুলো বধে উপকরণ কথিবা জানাশুনা কোন ঔষধ বা চিকিৎসা নয়। বরং তারা এসব তাবজি-কবচরে ব্যাপারে এমন একটা বিশ্বাস করছে যে, এগুলো অমুক অমুক ব্যথা থেকে সত্বাগতভাবে নজিহে প্রতিক্ষা করে; এগুলোর বিশেষ বিশেষত্বের কারণে যাতো তারা বিশ্বাস করে। ঠিকি যমেন মূর্তিপূজারীরা তাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাস করে। বরং এটা জাহলী যামানার ঐসব আযলাম (বাটা)-এর মত যে বাটাগুলোকে তারা সবসময় সাথে রাখত এবং যখনই কোন সদিধানত নতিে চাইত তখনই এ বাটাগুলো দিয়ে তারা ভাগ্য নির্ধারণ করত। এমন তনিটা বাটা ছিল। একটার উপরে লেখা ছিল: কর। অন্য একটার উপরে লেখা ছিল: করো না। তৃতীয়টির উপরে লেখা ছিল: বস্মুতি ঘটছে। যদি লটারীতে এই বাটাটি উঠত যার উপরে লেখা ছিল 'কর' তখন ব্যক্তি উদ্দষ্টি কর্মে অগ্রসর হত। যদি এই বাটাটি উঠত যার উপরে লেখা ছিল 'করো না' তখন ব্যক্তি উদ্দষ্টি কর্মট বাদ দতিনে। আর যদি 'বস্মুতি ঘটছে' লেখা বাটাটি উঠত তখন ব্যক্তি পুনরায় লটারী করত। আলহামদু লিল্লাহ; আল্লাহ আমাদরেকো এগুলোর পরবর্তে অন্য একটা উত্তম বদলা দিয়েছেন; সটো হচ্ছো- ইস্তখারার নামায ও দোয়া।

মূল কথা: কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যে সব তাবযি সগুলো নষ্ট বিশ্বাস ও শরয়িতরে বরোধিতার ক্ষত্রে এবং ইসলামের অনুসারীদের বশেষ্ট্য থেকে দূরত্বের ক্ষত্রে আযলাম (ভাগ্য বাটাগুলো)-র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কনেনা নরিটে তাওহীদ এসব থেকে বহু দূরে। ইসলামের অনুসারীদের অন্তরে ঈমান এত মহান যে, এসব প্রবশেরে কোন সুযোগ নই। তারা এত মহান মর্যাদা ও এত মজবুত একীনেরে অধিকারী যে, তারা গাইবুল্লাহর উপরে নরিভর করতে পারে না এবং গাইবুল্লাহর প্রতী আস্থা রাখতে পারে না। আল্লাহই তাওফকিরে মালিক।”[মাআরজিল কাবুল (২/৫১০-৫১২)]

আমাদরে শাইখগণ তাবযি নসিদিহ হওয়ার মতটি গ্রহণ করছেন; এমনকি সে তাবযি কুরআন দিয়ে হলও।

৩। স্থায়ী কমটির আলোমগণ বলছেন:

“যদি তাবযি-কবচ কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয় তাহলে এমন তাবযি পরধান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলোমগণ একমত। তবে যদি কুরআন দিয়ে হয় সক্ষেত্রে তারা মতভদে করছেন। কটে কটে তাবযি পরাকো জায়যে বলছেন; আর কটে কটে হারাম বলছেন। হাদসিগুলোর সামগ্রিকতির দললি এবং হারামের পথ রুদ্ধ করার দকি ববিচেনা থেকে তাবযি পরা হারাম হওয়ার অভমিতটি অগ্রগণ্য।”

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গুদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কয়ূদ।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১/২১২)]

৪। শাইখ আলবানী (রহঃ) বলেন: “এখনও এই ভ্রষ্টতা বদুঈন, কৃষক ও কিছু শহরবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান। অনুরূপ ভ্রষ্টতা



হল পুত্ৰ; কছিকু কছিকু ড্ৰাইভাৰ তাদৰে গাড়ীৰ সামনৰে গ্লাসৰে সাথৰে যৰে পুত্ৰগিলুটো লটকয়িৰে রাখৰে। কটে কটে পুরনোটো কোন একটিকু জুতা তাৰ গাড়ীৰ সামনৰে অংশৰে কথিৰা পছিনৰে অংশৰে টানয়িৰে রাখৰে। আবার অন্য কটে কটে ঘোটোর জুতা বাড়ীৰ সম্মুখভাগৰে কথিৰা দোকানৰে সম্মুখভাগৰে লটকয়িৰে রাখৰে। তাৰা দাবী কৰনৰে যৰে, এ সবকছিকু বদনজৰ রোধ কৰাৰ জন্য কৰা হয়। তাওহীদৰে ব্যাপাৰৰে অজ্ঞতাৰ কারণৰে এ ধৰণৰে আৰও অনকে কছিকু সয়লাব হয়ছৰে। ছড়য়িৰে পড়ছৰে শৰিক ও পটৌতলকিতা; অথচ রাসূলগণকৰে প্ৰৰেণ কৰা হয়ছৰে এবং কতিবসমূহ নাযলি কৰা হয়ছৰে এগুলোকৰে প্ৰতহিত ও উৎখাত কৰাৰ জন্য। আল্লাহ্ৰ কাছৰেই মুসলমানদৰে অজ্ঞতা ও দ্বীন থকৰে তাদৰে দূৰে সরে যাওয়ার অভয়িগ পশে কৰছিকু।”[সলিসলিতুল আহাদছিসি সাহহি (১/৮৯০, হাদসি নং ৪৯২)]

আল্লাহ্ই সৰ্ব্বজ্ঞ।